দি অ্যামেজিং রেস

মির সাদেক হোসেন

টিভির জনপ্রিয় রিয়েলিটি গেম শো 'দি অ্যামেজিং রেস'। এই শোতে প্রতিযোগীতার প্রয়োজনে প্রতিযোগীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করে কখনও বিমানে, কখনও ট্যাক্সিতে, কখনও ভাড়া করা গাড়িতে, কখনোবা ট্রেনে, বাসে, নৌকায় অথবা পায়ে হেঁটে। প্রতি পর্বে প্রতিযোগীদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে হয়। একে বলে 'পিট স্টপ'। প্রতি পিট স্টপে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে পরবর্তী পিট স্টপের ঠিকানা এবং পরবর্তী পর্বে প্রতিযোগীদের কি করতে হবে সেই তথ্য। পিট স্টপে সবার আগে যে দল পৌঁছাতে পারবে তাদের জন্য থাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং পরবর্তী পর্বে খেলার সুযোগ। সবার শেষে যে দল পিট স্টপে পৌঁছে তাদের থাকে প্রতিযোগীতা থেকে বাদ পড়ার ভয়। এইভাবে চুড়ান্ত পর্বে সবার আগে যে দল পৌঁছাতে পারবে তাদের জন্য মেগা প্রাইজ এক মিলিওন ইউএস ডলার। মেগা প্রাইজ জেতার জন্য প্রতিযোগীরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। মিলিওয়ন ডলারের মালিক হতে কে না চায় বলুন।

এ তো গেল টিভির জনপ্রিয় গেম শো, এবার প্রায় একই রকম আরেক ধরণের রেসের কথা বলি। যে ধরণের রেসের কথা বলছি সেখানে ক্যামেরা থাকে না, প্রডিউসার, ডিরেক্টার থাকে না, থাকে না পুর্ণবার দৃশ্য ধারণের অথবা মিলিওন ডলার জেতার সুযোগ। জাষ্ট ওয়ান চ্যান্স, ওয়ান টেক। এই রেস আরও উত্তেজনাপূর্ণ, এমনকি জীবন হারানো কোন বিচিত্র কিছু নয়। এই রেস হল অবৈধ উপায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যাওয়ার রেস। একটু ভাল থাকার আশায়, কাছের মানুষগুলোকে একটু ভাল রাখার আশায়, নিজের চিরচেনা পরিবেশের মায়া ত্যাগ করে জীবনকে বাজি রেখে বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত, আধা উন্নত দেশের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলো অবৈধ উপায়ে আমেরিকা, ইউরোপ ও

অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা করে। মনেহয় একবার স্বপ্নের এই সব দেশে ঢুকতে পারলে জীবন নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় আর মাথার চুল চিড়ঁতে হবে না। জীবন হবে স্বপ্নময়। তাই বৈধ হোক আর অবৈধই হোক, কোন ভাবে স্বপ্নপুরীতে একবার ঢুকতে পারলেই হল। কখনও স্থলপথে, কখনও জলপথে, দিনের পর দিন অর্ধাহারে, অনাহারে, কখনও অন্ধকার শিপিং কন্টেইনারে, কখনও মরুভুমি পাড়ি দিতে হয়। উত্তেজনার দিক থেকে এই রেস টিভির ওই গেম শোর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। বাবা বলতেন কেষ্ট পেতে হলে তো কষ্ট করতেই হবে। তাই বলে এত কষ্ট!!! যেখানে মৃত্যুদুত হচ্ছে সহযাত্রী। তার উপর ওইসব স্বপ্নের দেশের আইন রক্ষাকরা যে এই সব স্বপ্নবাজদের ধরতে স্বপ্নপুরীর চারদিকে সুনিপুন বলয় তৈরী করে রেখেছে। শত চেষ্টাও ওই বলয় ভেদ করা সম্ভব নয়। যারা ধরা পড়েন, কপাল ভাল হলে দীর্ঘ হাজতবাসের পর মেলে নিজ দেশে ফেরার সুযোগ, আর কপাল খারাপ হলে জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে পরপারে যাত্রা নিশ্চিত। এতসব জানার পরও তৃতীয় বিশ্বরে মানুষগুলো অবৈধ উপায়ে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যাওয়ার চেষ্টায় মত্ত। স্বপ্নের দেশগুলো যেন হ্যামিলনের বাঁশিওলার মতো অদৃশ্য বাঁশি বাজিয়ে যায়। বাঁশির সুর এমনি মায়াবী যে তা অগ্রাহ্য করা কঠিন।

এই ক্ষেত্রে আমাদের সোনার বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের পঁচিশ জনের একটি দল বিভিন্ন দেশের আরও পঞ্চাশ জনের সাথে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে গভীর সমুদ্রে গ্রেপ্তার হয়েছে। প্রথমআলোর এই প্রতিবেদনটি না পড়া থাকলে ঘটনাটি আরকেটু খুলে বলি। উত্তর আমেরিকার সীমানার এক হাজার আটশ্ মাইল দূরে মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরের উপকূল থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এই গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। আটক বাংলাদেশিদের একটি আন্তর্জাতিক চক্রের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করা হচ্ছিল। আটক যাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ইরিত্রিয়ার আর ইকুয়েডরের নাগরিকও আছেন।

এই ধরণের ঘটনা সম্পাদকের অনুগ্রহে পত্রিকায় ছাপা হয়, আমরা পাঠকরা প্রতিবেদন পড়ে বলি "কি দরকার ছিল এভাবে মরতে যাওয়ার?" দরকার যে কি ছিল জীবন বাজি ধরার, তা যিনি ধরেন তিনিই ভাল বলতে পারবেন। উন্নত
বিশ্বের নাগরিক নিজ দেশ ব্যতীত অন্যকোন দেশে গ্রেফতার হলে ওইসব দেশের মিডিয়া ঝাপিয়ে পড়ে সাহায্য করার জন্য, তা গ্রেফতারের কারন সে যাই হোক। প্রয়োজনে বিল ক্লিনটনের মতো প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আর হায়রে তৃতীয় বিশ্ব, সাহায্য তো দূরের কথা গ্রেফতার যারা হোন তাদের নাম ঠিকানাই কেউ বলতে পারে না। প্রথম আলোর ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী আটক যাত্রীদের অন্য কোনো অপরাধে সংশ্লিষ্টতা না থাকলে তাদের দেশে ফেরত পাঠনোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে কবে তা কেউ জানে না। অন্য যে কোন ঘটনার মতো এই ঘটনাও সময়ের সাথে সাথে সবই ভুলে যাবে। পত্রিকার সম্পাদকও ভুলে যাবেন, পত্রিকায় আর কোন আপডেট ছাপা হবে না। হয়তো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এমনিতেই এতো সমস্যা যে দেশের বাইরের সমস্যা নিয়ে ভাবার সময়ই কারো নাই। পনের কোটি মানুষের সমস্যার তুলনায় পঁচিশ জনের সমস্যা এত অল্প যে তার তুলনাই হয় না। বিন্দু বিন্দু বালুকনায় সিন্ধু হয়, একের সাথে এক যোগ করে পনের কোটি মানুষের একটি স্বাধীন দেশ হয়, তাহলে একের সমস্যার গুরুত্ব না দেওয়ার কি আছে? মানুষ তো সৃষ্টির স্রেষ্ট জীব। তাহলে মানুষের কাছে মানুষের দাম এতো কম কেন? কতটা মরিয়া হলে মানুষ মৃত্যুর সাথে বন্ধুত্ব করতেও দ্বিধা করে না তা নিয়ে কি কেউ ভাবে? মানুষ হিসেবে মানুষের সহানুভুতি তারা কি আরেকটু বেশী পেতে পারে না?

পরিশেষে, একজন মানুষ হিসেবে আরেকজন মানুষের জীবনের জন্য খোদার কাছে এইটুকু প্রার্থনা, ওইসব মানুষ যেন তাদের প্রিয়জনদের কাছে আবার ফিরে যেতে পারেন।

ব্রিজবেন থেকে mirubuet@yahoo.com